করোনামুক্ত হয়ে ফের লাশ দাফনে নাসিক কাউন্সিলর মাকসুদুল

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া লোকজনের লাশ দাফনে কেউ এগিয়ে আসত না। অনেকে কাছে ঘেঁষতে চাইত না মৃত ব্যক্তিদের। এমতাবস্থায় তাদের দাফনে এগিয়ে আসেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আলোচিত কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ। একটি টিম গঠন করে মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে দাফনে কাজ করেন তিনি। হঠাৎ নিজেই করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন।

হাসপাতালে কিছু দিন সেবা নিয়ে সুস্থ হন মাকসুদুল। করোনাভাইরাস জয় করে ফের করোনায় মারা যাওয়াদের লাশ দাফনে এগিয়ে আসেন তিনি।

শুক্রবার রাতে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ২ নম্বর ওয়ার্ডে মিজমিজি বসির উদ্দিন মার্কেট এলাকার বাসিন্দা হাজী ইদ্রিস আলী নামে এক করোনা রোগী মারা যান। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির লাশ ৫ ঘণ্টা পড়ে থাকলেও মৃতের পরিবারের ডাকে সাড়া দেয়নি কেউ।

ওই দিন রাত ৩টায় হঠাৎ একটি কল আসে মাকসুদুলের মোবাইলে। তাকে জানানো হয়, করোনাভাইরাসে মারা যাওয়া ব্যক্তির লাশ দাফনে কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা মাকসুদুল ও তার টিমের সহযোগিতা চান।

একে তো গভীর রাত, তার ওপর তুমুল বৃষ্টিতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক টিমের সদস্য জোগাড় করতে না পেরে সদ্য করোনা থেকে সেরে ওঠা খোরশেদ নিজেই কয়েকজন সদস্যকে নিয়ে লাশ দাফনে চলে যান। এ লাশ দাফনের মাধ্যমে করোনায় আক্রান্ত ও উপসর্গে মারা যাওয়া ৮০টি লাশ দাফন করলেন খোরশেদ ও তার সহযোদ্ধারা।

কাউন্সিলর মাকসুদুল আলম খন্দকার খোরশেদ বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, আজ আমাদের ৮০তম দাফন সম্পন্ন হলো।’

যুগান্তর রিপোর্ট

আজ সংসদে আসতে আমাকে বাধা দেয়া হয়েছে: প্রধানমন্ত্রী

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাধা দেয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেছেন, সংসদে আসব, অনেক জায়গা থেকে কিন্তু আমাকে ভীষণভাবে বাধা দেয়া হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে। বলেছে- নেত্রী আপনি যাবেন না। আমি বললাম– গুলি, বোমা, গ্রেনেড কত কিছুই তো মোকাবেলা করে এ পর্যন্ত এসেছি। আর একটা অদৃশ্য শক্তি তার ভয়ে ভীত হয়ে থাকব?

রোববার জাতীয় সংসদে সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে আনা শোক প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি এ কথা বলেন। এ সময় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহর মৃত্যুতে তিনি শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দারিদ্র্যের হার মাত্র ১০ বছরের মধ্যেই আমরা কমিয়ে এনেছি। আমাদের জিডিপি বেড়ে গিয়েছিল। আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছিলাম। কিন্তু এমন একটি অদৃশ্য শক্তি করোনাভাইরাস সারাবিশ্বটাকে স্থবির করে দিয়েছে। সারাবিশ্বে কেমন একটা অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। আমাদের কোনো নেতাকর্মী মারা গেলেও আমরা ছুটে গেছি তার জানাজায়, কবরে ফুল দেয়া ও পরিবারের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এখন এমনই অস্বাভাবিক পরিবেশ যে আমরা এবার সেটি করতে পারলাম না। সেটিই হলো সবচাইতে বড় কষ্টকর। একটা আতঙ্ক, ভয়ভীতি যেন সারাবিশ্বকে পেয়ে বসেছে।

করোনাকে যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করে সরকারপ্রধান বলেন, এটি এক ধরনের যুদ্ধ। এই সময় আমাদের দুজন হারালাম, যারা সবসময় আমাদের সঙ্গে ছিল। তাদের হারানোটা অত্যন্ত কষ্টের। আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।

প্রসঙ্গত শনিবার আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মোহাম্মদ নাসিম ও আওয়ামী লীগের ধর্মবিষয়ক সম্পাদক ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ মারা যান। নাসিম করোনায় আক্রান্ত হলেও পরে মুক্ত হন। কিন্তু আবদুল্লাহর মৃত্যু সর্বনাশা করোনায়। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় দেশে আরও ৩২ জনের মৃত্যু, শনাক্ত ৩১৪১

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩২ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ১৭১ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ১৪১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৮৭ হাজার ৫২০ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯০৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৮ হাজার ৭৩০ জন।

রোববার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৬৯০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৪ হাজার ৫০৫টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ১৪১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৮৭ হাজার ৫২০ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৩২ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ২৭ জন ও নারী ৫ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৭১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৯০৩ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৮ হাজার ৭৩০ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ৪০ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১০ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ২ জন ও ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৬ জন, চট্টগ্রামে ১১ জন, সিলেটে ২ জন, বরিশালে একজন, রংপুরে

একজন ও ময়মনসিংহে একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ২০ ও বাসায় ১১ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ আর নেই

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ইন্তেকাল করেছেন। শনিবার রাত ১১টা ৪৫ মিনিটে তার মৃত্যু হয়। প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব শেখ নাজমুল হক সৈকত এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শেখ আব্দুল্লাহ ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট শেখ মো. আব্দুল্লাহ ১৯৪৫ সালের ৮ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জ জেলার মধুমতী নদীর তীরবর্তী কেকানিয়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শেখ মো. মতিউর রহমান এবং মাতা মরহুমা আলহাজ্ব মোসাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। চার ভাই তিন বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফ্রন্ট মুজিব বাহিনীর সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে তিনি মুক্তিযুদ্ধে

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দেশ সেবা করার লক্ষ্যে চাকুরির পরিবর্তে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং তার নেতৃত্বে রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

এরপর কাউন্সিলের মাধ্যমে গোপালগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। দীর্ঘদিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্ম বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

করোনা আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকে ছাড়াল বাংলাদেশ

গত বছরের ডিসেম্বরের শেষদিকে করোনাভাইরাস মহামারী শুরু হয়েছিল চীন থেকে। সেই দেশটি একে একে ১৮টি দেশের পেছনে পড়ে গেল। এবার আক্রান্তের সংখ্যায় তাদের পেছনে ফেলল বাংলাদেশও।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২ হাজার ৮৫৬ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। তাতে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হলো ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন।

চীনে মোট কোভিড-১৯ রোগী পাওয়া গেছিল ৮৪ হাজার ১৯১ জন।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ১৩৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৩৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৬ হাজার ৬৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করে ২ হাজার ৮৫৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে।

মোট আক্রান্ত ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন। শনাক্তের হার ১৭ দশমিক ১৭ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩ জন ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৩৯জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ১৩ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রামে ১৩ জন, সিলেটে ২ জন, রাজশাহীতে ৪ জন, বরিশালে ৪ জন, রংপুরে একজন ও খুলনায় একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে২৭ ও বাসায় ১৪ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছেন ৩ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

একদিনে করোনা কেড়ে নিল আরও ৪৪ প্রাণ, শনাক্ত ২৮৫৬

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ১৩৯ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ২ হাজার ৮৫৬ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৪ হাজার ৩৫টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৬ হাজার ৬৩৮টি নমুনা পরীক্ষা করে করে ২ হাজার ৮৫৬ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৮৪ হাজার ৩৭৯ জন। শনাক্তের হার ১৭ দশমিক ১৭ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৪ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৩ জন ও নারী ১১ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ১৩৯জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫৭৮ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ৮২৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ১৩ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১১ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৮১-৯০ বছরের মধ্যে ৩ জন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রামে ১৩ জন, সিলেটে ২ জন, রাজশাহীতে ৪ জন, বরিশালে ৪ জন, রংপুরে একজন ও খুলনায় একজন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে

হাসপাতালে মারা গেছেন ২৭ ও বাসায় ১৪ জন মারা গেছেন। আর হাসপাতালে মৃত অবস্থায় এসেছে ৩ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

একজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে হারালাম: শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

শনিবার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে পাঠানো এক শোকর্বাতায় তিনি এ শোক প্রকাশ করেন।

শোকবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘পিতার মতোই মোহাম্মদ নাসিম আমৃত্যু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আর্দশকে ধারণ করে দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করে গেছেন। সব ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা করে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠায় তিনি অনন্য অবদান রেখেছেন।’

শেখ হাসিনা আরও বলেন, ‘মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন দেশপ্রেমিক ও জনমানুষের নেতাকে হারাল। আমি হারালাম একজন বিশ্বস্ত সহযোদ্ধাকে।’

শোতবার্তায় মোহাম্মদ নাসিমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান শেখ হাসিনা।

শনিবার বেলা ১১টার দিকে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান মোহাম্মদ নাসিম।

রক্তচাপজনিত সমস্যা নিয়ে গত ১ জুন হাসপাতালে ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। ওই দিনই তার করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। এরপর ৪ জুন তার অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও ৫ জুন ভোরে তিনি স্ট্রোক করেন। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণজনিত সমস্যার কারণে দ্রুত অস্ত্রোপচার করে তাকে আইসিইউতে রাখা হয়।

এরপর দুই দফায় ৭২ ঘণ্টা করে পর্যবেক্ষণে রাখে মেডিকেল বোর্ড। এর মধ্যেই পরপর তিনবার নমুনা পরীক্ষা করে করোনাভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি তার শরীরে।

মোহাম্মদ নাসিম সরকারের খাদ্য মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের মুখপাত্রও ছিলেন তিনি। সূত্র- যুগান্তর

চলে গেলেন সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী নাসিম

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, কেন্দ্রীয় ১৪ দলের মুখপাত্র ও সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম আর নেই। তার ছেলে তানভীর শাকিল জয় এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। আজ শনিবার সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মোহাম্মদ নাসিম শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭২ বছর।

গত ১ জুন জ্বর-কাশিসহ করোনাভাইরাসের লক্ষণ নিয়ে ঢাকার হাসপাতালে

ভর্তি হন মোহাম্মদ নাসিম। রাতে করোনা পরীক্ষার ফল পজেটিভ আসে।শুক্রবার ভোর সাড়ে ৫টায় মোহাম্মদ নাসিমের ব্রেন স্ট্রোক হয়। হাসপাতালের নিউরোসার্জন অধ্যাপক রাজিউল হকের নেতৃত্বে কয়েক ঘণ্টায় তার অস্ত্রোপচার সফল হয়। স্ট্রোকের পর থেকেই তিনি অচেতন অবস্থায় ভেন্টিলেশন সাপোর্টে ছিলেন।

মোহাম্মদ নাসিম স্ত্রী, তিন ছেলে ও নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আজ সকালে তার মৃত্যুর খবর শুনে হাসপাতালে ছুটে যান দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মীসহ আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগসহ বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীরা।

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতার একজন শহীদ এম মনসুর আলীর ছেলে মোহাম্মদ নাসিম পঞ্চমবারের মতো সংসদে সিরাজগঞ্জের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পান মোহাম্মদ নাসিম। পরের বছর মার্চে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বও তাকে দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নাসিম এক সঙ্গে দুই মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন ১৯৯৯ সালের ১০ মার্চ পর্যন্ত। পরে মন্ত্রিসভায় রদবদলে তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। ২০০৮ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরলেও সেবার মন্ত্রিসভায় জায়গা হয়নি নাসিমের। তবে পরের মেয়াদে ২০১৪ সালে তাকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী করেন শেখ হাসিনা। বর্তমান সরকারের মন্ত্রিসভায় না থাকলেও দলীয় কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের মুখপাত্রের দায়িত্ব পালন করেছেন মোহাম্মদ নাসিম।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বাজেটের ব্যাপকতা বিএনপি বুঝবে

না: ওবায়দুল কাদের

প্রস্তাবিত ২০২০-২১ সালের বাজেটকে জনবান্ধব, জীবনঘনিষ্ঠ ও পরিকল্পিত দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেছেন, বিএনপির পক্ষে এই বাস্তবসম্মত বাজেটের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনা অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর শুক্রবার রাজধানীর সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে দেয়া প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ কথা বলেন।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বাজেট ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কোনো ধরনের বিচার-বিশ্লেষণ না করে বিএনপি আগেভাগে প্রস্তুত করা ও মনগড়া পুরনো ও গতানুগতিক গল্পের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে।

তিনি বলেন, বিএনপির নেতারা গত ১১টি বাজেট ঘোষণার পর বাজেট নিয়ে নানা ধরনের মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করেছেন এবং বরাবরই বলেছেন, বাজেট বাস্তবায়ন হবে না।

ওবায়দুল কাদের বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় মাত্র ৫০ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রণয়ন করেছিল। আর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আজকের বাংলাদেশ শুধুমাত্র স্বাস্থ্যখাতে ৪১ হাজার ২৭ কোটি টাকা এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়েছে।

‘তাই বিএনপির পক্ষে এই বাজেটের ব্যাপকতা ও সম্ভাবনা অনুধাবন করা সম্ভব নয়, এটাই স্বাভাবিক’ যোগ করেন তিনি।

বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে আগামী ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য ৫ লাখ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট প্রস্তাব করেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, যার অর্থায়ন এক-তৃতীয়াংশই ঋণ ও অনুদান নির্ভর।

এই বাজেট প্রত্যাখান করেছে বিএনপি। বলেছে, এটি কল্পনাপ্রসূত । সূত্র-যুগান্তর

দেশে করোনায় মৃত্যু ও শনাক্তের নতুন রেকর্ড

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৯৫ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৪৭১ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ৮১ হাজার ৫২৩ জন। দেশে একদিনে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যার হিসাবে এটিই সর্বোচ্চ।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫০২ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ২৪৯ জন। শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৬ হাজার ৯৫০টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৯৯০টি নমুনা পরীক্ষা করে পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৪৭১ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ৮১ হাজার ৫২৩ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ৭১ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৪৬ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩৭ জন ও নারী ৯ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৯৫ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫০২ জন এবং মোট সুস্থ হয়েছেন ১৭ হাজার ২৪৯ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ২১ দশমিক ১৬ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

ডা. নাসিমা জানান, বয়স বিশ্লেষণে ২১-৩০ বছরের মধ্যে একজন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে ৬ জন, ৪১-৪০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১৫ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন এবং ১০০ বছরের বেশি একজন মারা গেছেন।

তিনি আরও জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ১৯ জন, চট্টগ্রামে ১১ জন, সিলেটে ৩ জন, রাজশাহীতে ২ জন, বরিশালে

৩ জন, রংপুরে ৫ জন, খুলনায় একজন এবং ময়মনসিংহে ২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে মারা গেছেন ৩২ ও বাসায় ১৪ জন মারা গেছেন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।